Script for Vigyan Prasar Radio Serial

Segment No.3 Episode No. 18

Other evidence

Written by Dr. Sima Mukhopadhyay

From Science Communicators Fourm

দৃশ্য - ১

বন্ধুদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা হচ্ছে ... বড্ড দেরি হয়ে গেল ... HOD মনে হয় বিরক্ত হবেন ... কী আর করা যাবে। দেখ দোষটাতো আমাদের না।

চঞ্চল : আসব স্যার।

HOD : এসো এসো চঞ্চল, সুব্রত, স্নেহা, পৌলমি আর তোমার নামটা যেন কি।

প্রিয়া : প্রিয়া।

HOD : অন্যরা সকলে এসে গেছে। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তোমাদের বন্ধুরা বলল তোমরা কলেজ ফি জমা দিতে গিয়েছ।

চঞ্চল : হ্যাঁ স্যার লাইন পড়েছিল। তাই আসত দেরি হয়ে গেল।

HOD : ঠিক আছে। আচ্ছা এবারে বলি তোমাদের সকলকে কেন ডেকেছি। তোমরা নিশ্চই জানো আমাদের কলেজ এবার পঞ্চাশ বছরে পড়লো। সেই উপলক্ষ্যে সারা বছর ধরে অনুষ্ঠান হবে। আমাদের বিভাগের উপর দায়িত্ব কোন সমসাময়িক বিষয়ের উপর প্রদর্শনী করতে হবে।

চঞ্চল : স্যার আমাদের প্রদর্শনীর বিষয় কি ঠিক হয়ে গিয়েছে?

HOD : হ্যাঁ। অন্য স্যারেদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয়েছে প্রদর্শনীর মূল বিষয় হবে Global Warming বা বিশ্বউষ্ণায়ন। বিষয় বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিভিন্ন দিকগুলো কী হতে পারে স্থির করা হয়েছে। তোমরা পাঁচ-ছয়জন করে নিজেরাই গ্রুপ তৈরি করে নাও। প্রত্যেক গ্রুপের একজনকে টিম লিডার করতে হবে।

ছাত্রদাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তার আওয়াজ .....

HOD : এবার গ্রুপে ভাগ হয়ে বোস এবং টিম লিডাররা চলে এস। প্রত্যেককে একটা করে ভাঁজ করা কাগজ তুলে নিতে হবে। যদি কোন দলের বিষয় পছন্দ না হয় অন্য বিষয় পছন্দ করে নিতে পার। তোমরা অনেক তথ্যই গুগুল সার্চ করে পেয়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের

কলেজ লাইব্রেরীতেও এই বিষয়ের উপর বেশ কিছু বই রয়েছে দেখতে পার। এছাড়াও যাদের যে রকম সাহায্যের প্রয়োজন আমাদের কাছে চলে আসবে। আমরা বিষয় বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেব।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিষয় নিয়ে গুঞ্জন চলতে থাকবে ...

চঞ্চল : স্যার আমাদের একটা কথা বলার ছিল।

HOD : বল কী বলবে।

চঞ্চল : স্যার আমাদের বিষয়টা একটু কঠিন কিন্তু একটু সাহায্য করলে পারবো মনে হচ্ছে।

HOD : নিশ্চই শক্ত বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বরং চ্যালেঞ্চ নেওয়ার মধ্যেই আনন্দ আছে। বল তোমাদের কী বিষয় পড়েছে?

চঞ্চল : জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

HOD : এ ব্যাপারে তোমরা নিজেরা একটু পড়াশুনো কর। তারপর তোমাদের পাঠাব প্যালিও বোটানি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ঘোষালের কাছে। উনি ছাত্র দরদি ও আমার বিশেষ বন্ধু। তোমরা এ ব্যাপারে ওনার কাছে থেকে সাহায্য পাবে।

অনেকে মিলে বলবে স্যার আমাদেরটা ... স্যার এটা কী ভাব করবে ... স্যার ... স্যার আমাদেরটা ...

HOD : আজ আর নয়। কাল এই সময়ে আমরা একসাথে বসবো। তার আগে তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাবনা চিন্তা করে নাও কী ভাবে ব্যাপারটা করা যেতে পারে।

দৃশ্য -২

প্রফেসর : তোমরা জগবন্ধু কলেজ থেকে আসছো?

চঞ্চল : হ্যাঁ, স্যার।

প্রফেসর : তোমাদের স্যার আমাকে ফোন করেছিলেন। ওনার সঙ্গে টেলিফোনে তোমাদের ব্যাপারে কথা হয়েছে। বল তোমাদের কী হেল্প লাগবে।

চঞ্চল : স্যার আমাদের কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বউষ্ণায়নের উপর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে আমাদের গ্রুপের দায়িত্ব হল বর্তমানের জীবজগতে এর প্রভাব ছাড়াও অন্য উদাহরণের মাধ্যমে অতীতে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রকৃতিতে তার প্রভাব তুলে ধরতে হবে।

স্নেহা : ব্যাপারটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কীভাবে করব।

প্রফেসর : এটা বিশাল ব্যাপার তোমরা তার মধ্যে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরতে পার। এটা করতে হলে অতীতে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল এবং আবহাওয়ার কী ধরনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল সেই দৃশ্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে।

চঞ্চল : কিন্তু তখনকার অবস্থা জানা যাবে কী ভাবে?

পৌলমী : স্যার জীবাশ্ম তো থেকে জানা যাবে।

প্রফেসর : হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। তবে শুধুমাত্র জীবাশ্ম বা ফসিল স্টাডি করে সবটা জানা যাবে না। বিজ্ঞানীরা নানা কৌশলে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে সেই সময়কার পরিস্থিতি জানতে চেষ্টা করেছেন। যেমন ধর আইস কোর অ্যানালিসিসের (Ice Core Analysis) মাধ্যমে ক্রায়োলজিক্যাল ডেটা (Crylogical data) সংগ্রহ করে অতীতকালের অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

চঞ্চল : স্যার বরফ পরীক্ষার মাধ্যমে এটা করা হয়?

প্রফেসর : হ্যাঁ, এখানে বিজ্ঞানীরা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় চার ইঞ্চি ব্যাসার্ধের এবং তিন-চার কিলোমিটার গভীরে বরফের সিলিন্ডার সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেন। গ্রীনল্যান্ড ও আন্টার্টিকায় এই ধরনের পরীক্ষা করে অনেক তথ্য যেমন দুটি তুষার যুগের মধ্যের ব্যবধান, দশ হাজার বছর আগর জলবায়ুর পরিস্থিতি ইত্যাদি জানা গেছে।

স্নেহা : স্যার বরফ পরীক্ষা করে কী ভাবে সেই সময়কার আবহাওয়া সম্পর্কে জানা যাবে?

প্রফেসর : ভালো প্রশ্ন করেছ। ব্যাপারটা হচ্ছে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে বরফের চাদরের স্তরে স্তরে ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র বুদবুদ জমা হতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের সেই বুদবুদ পরীক্ষা করে সেই সময়ের কার্বন ডাইঅক্সাইড বা মিথেনের মাত্রা জানা সম্ভব। অন্টার্টিকায় এই পদ্ধতিতে প্রায় নয় লক্ষ বছর আগের তথ্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে।

প্রিয়া : স্যার আর কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

প্রফেসর : বৃক্ষের বর্ষ বলয় বা অ্যানুয়েল রিং (Annual Ring) পরীক্ষা করে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

স্নেহা : হ্যাঁ স্যার আমরা স্কুলে একটা প্রোজেক্ট করেছিলাম গাছের গুঁড়ির মধ্যের যে গোলাকার রিং থাকে সেগুলো গুণে সেই গাছের বয়স বলে দেওয়া যায়।

প্রিয়া : সে তো না হয় এখনকার দিনের গাছে গুঁড়ি থেকে সেটা জানা যাবে। কিন্তু আগেকারদিনের গাছপালাদের সম্পর্কে কী ভাবে জানা যাবে?

প্রফেসর : খুব interesting প্রশ্ন। দেখ আমরা যে আধুনিক যুগে বাস করি এটা হল কেনোজয়িক যুগ। এটা শুরু হয়েছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছর আগে। এর আগে পৃথিবীর ভূভাগ গ্রীষ্ম মন্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে বিভক্ত ছিল এবং সারা বছর শীত গ্রীষ্মের তফাৎ খুব কম ছিল। তাই গাছের কান্ডে কোন বর্ষ বলয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। তাহলে কোন ফসিল উদ্ভিদের গুঁড়িতে বর্ষ বলয়ের চিহ্ন দেখে গাছটি কোন যুগের বলা যেতে পারে। বর্ষ বলয় ছাড়াও প্রস্তরীভূত প্রবাল রাজ্যের বাহ্যিক রূপ বা প্রস্তরীভূত পরাগ বা পোলেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও অতীতের অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যেতে পারে।

চঞ্চল : স্যার অতীতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য জীবজগতের বিলুপ্তি মত কোন ঘটনা কি ঘটে ছিল?

প্রফেসর : খুব দরকারি একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছ তুমি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে পাঁচবার জীব জগতের গণ বিলুপ্তি ঘটেছে। তার মধ্যে সব থেকে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে পারমিয়ান যুগে ২৫২ মিলিয়ন বছর আগে। মানে তখনও ডায়নোসররা পৃথিবীতে আসেনি। প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ সামুদ্রিক জীব সেই সময় বিলুপ্ত হয়।

চঞ্চল : কি কারণে স্যার?

প্রফেসর : আগে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনকে কারণ হিসেবে ভাবাহত। কিন্তু অতি সম্প্রতি একদল গবেষক মডেলেরে মাধ্যমে দেখিয়েছেন সামুদ্রিক জীবদের গণ বিলুপ্তির কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং। সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে অক্সিজেনের অভাব সামুদ্রিক জীবদের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। এই ব্যাপারের উপর একটা সুন্দর পোস্টার আমার কাছে আছে। তোমাদের প্রদর্শনীতে রাখার জন্য দিতে পারি যদি তোমরা যত্ন করে রাখার ব্যবস্থা করতে পারো।

চঞ্চল : হ্যাঁ স্যার আমরা দায়িত্ব নিয়ে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব এবং ঠিকমত ফেরৎ দেব।

প্রফেসর : ঠিক আছে আমি তোমাদের স্যারের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলে নেব। আমার কাছে আরো কিছু ছবি রয়েছে যা তোমাদের প্রদর্শনীর এই ব্যাপারগুলোকে বোঝাতে সাহায্য করবে।

স্নেহা : স্যার আপনি কি আর একটু সময় দিতে পারবেন? আরেকদিন তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে বিষদে আলোচনা করা যাবে।

প্রফেসর : অবশ্যই। আরেকদিন তো বসতেই হবে। তার আগে তোমরা ব্যাপারটা আগে স্টাডি করে নাও। তোমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের একটা বড় চার্ট বানাতে হবে যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ অ্যাজোয়িক, প্রিক্যামব্রিয়ান, প্যালিওজোয়িক, মেসোজয়িক, কোনোজয়িক ও তার মধ্যে যে ভাগগুলো যেমন ডিভোনিয়ান, কার্বনিফেরাস, ট্রায়াসিক, জুরাসিক ইত্যাদি থাকবে। তারপর বিভিন্ন যুগের বিশালাকার গাছপালা, মস, ফার্ন জিমনোস্পার্ম ইত্যাদি ও বিশালাকার জন্তু জানোয়ার ও সামুদ্রিক প্রাণীদের ছবি পাশে পাশে দেওয়ার জন্য জোগাড় করতে হবে।

প্রিয়া : আপনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর এবার মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে কাজটা করতে পারব।

প্রফেসর : নিশ্চই পারবে। খুব ভালোই হবে তোমাদের স্টল আশা করছি। এবার তোমাদের একটা interesting জিনিস দেখাই। এই দেখ কলকাতায় যখন প্রথম মেট্রো রেলের কাজ শুরু হয়, সেই সময় মাটির তলার কিছু ছবি। আমরা তখন সবে M.Sc. পাশ করে রিসার্চের কাজে ঢুকেছি। তখন মাটি খুঁড়ে সুন্দরি গাছের গুঁড়ির সাব-ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের বিভিন্ন গছের পারগ রেণুর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিলো। আমরা ঐ প্রেজেক্টে কাজ করেছিলাম।

চঞ্চল : স্যার সুন্দরবন তার মানে কলকাতা অবধি বিস্তৃত ছিল?

প্রফেসর : মাটির তলায় খুঁড়ে পাওয়া সাব-ফসিল সেই কথাই বলছে।

প্রিয়া : স্যার সাব-ফসিল কি?

প্রফেসর : যখন জীবাশ্ম পুরোপুরি প্রস্তরীভূত হতে পারে না নানা কারণে তখন তাকে সাব-ফসিল বলে।

আচ্ছা আমাদের আলোচনা তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক। আমার ফোন নম্বর নিয়ে নাও, কোথাও অসুবিধা হলে যোগাযোগ করতে পার। আর next কবে বসবে আমাকে একটু আগে থেকে জানিয়ে দিও।

চঞ্চল : ঠিক আছে আজ তাহলে আমরা চলি স্যার।

দৃশ্য - ৩

চঞ্চল : ওই দ্যাখ প্রদীপের ঠাম্মাকে নিয়ে আসছে ওর দিদি আর বোন। প্রিয়া যা আমাদের স্টলে ডেকে নিয়ে আয়।

প্রিয়া : আসুন ঠাম্মা আমাদের স্টলে আসুন। আমরা প্রদীপের সাথে একসাথে পড়ি।

ঠাম্মা : ও তোমরা বুঝি আমার নাতি দীপুর বন্ধু। ঠিক আছে চল তোমাদের স্টলটা কেমন করেছ দেখি। পায়ে বড় ব্যাথা বেশি ঘুরতে পারব না।

নাতনি : ঠিক আছে ঠামি এটা দেখে নাও। তারপর তোমাকে ওই যে ওইখানে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য চেয়ার পাতা রয়েছে ওখানে বসিয়ে দেব।

ঠাম্মা : স্টলে ঘুরতে বেশি দেরি করা যাবে না। সামনের দিকে বসতে হবে। আমার নাতি ছবি আঁকায় প্রাইজ পাবে সামনে থেকে ভালো করে দেখব।

চঞ্চল ও পৌলমী : আসুন ঠাকুমা আমাদের স্টল দেখে যান।

ঠাম্মা : গ্লো ... বা ... ল ... ও ... য়া ... মিং বিশ্ব ... উষ্ণায়ন। এসব কথা তো TV তে রেডিওতে, খবরের কাগজে প্রায় দিনই দেয়। তা তোমরা কিসের ছবি টবি লাগিয়েছ কিছু বুঝত পারছি না।

নাতনি : ঠাম্মি ওরা এখানে অনেক যুগ আগে পৃথিবীতে যখন মানুষ আসেনি তখনকার পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল দেখানোর চেষ্টা করেছে।

ঠাম্মা : অ ... তাই সব অচেনা অচেনা লাগছে।

নাতনি : তোমাকে কলকাতার সাইন্সসিটিতে নিয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে? সেখানে আমরা বিরাট আকারের ডাইনোসরদের দেখেছিলাম মনে আছে?

ঠাম্মা : হ্যাঁ। খুব মনে আছে। বিশাল কাঁটা দেওয়া ল্যাজ আর দুপায়ে ভর করে নড়ছে আর মুখ হাঁ করে বিকট আওয়াজ করছে।

চঞ্চল : ঠাম্মা এই দেখ বিশালাকার নানান ধরনের ডায়নোসরের ছবি। মেসোজয়িক যুগের জুরাসিকে বিশালাকায় ডাইনোসর গোষ্ঠী দাপিয়ে বেড়াত।

ছোট নাতনি : ঠাম্মা আমি সিনেমায় জুরাসিক পার্ক দেখেছি।

নাতনি : আচ্ছা এই যে ডাইনোসরের স্কেলিটনের ছবিটা দেখতে পাচ্ছি নীচে লেখা রয়েছে বড়পাসোরা টেগোরীর জীবাশ্ম। এই ছবিটা দেওয়া হয়েছে কেন?

চঞ্চল : আমাদের ভারতে এই অতি বিরাট ডাইনোসরের শিলীভূত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে ১৯৬১ সালে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী নদীর উপত্যকায় পোচামপল্লী নামে একটি গ্রামে।

নাতনি : ওমা তাই বুঝি।

চঞ্চল : হ্যাঁ। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভূতত্ত্ব বিভাগের কয়েকজন বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে প্রায় তিন লরি বোঝাই হাড় দমদমে স্টাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে এনে জুড়ে দেহটি খাড়া করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় বড়পাসোরা টেগোরী। ১৯৬২ সাল ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী। রবীন্দ্রনাথের নাম অনুসারে এই প্রজাতির নাম করণ করা হয় টেগোরী।

নাতনি : বা: এই ছবিটার পিছনে এত সুন্দর গল্প লুকিয়ে রয়েছে না জিজ্ঞেস করলে জানতেই পারতাম না। আর এই দুটো সাদা পাথরের পাহাড়ের ছবি কেন দেওয়া হয়েছে?

চঞ্চল : প্রথমেরটা হল ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূল বরাবর চক ক্লিফ। এটা তৈরি হয়েছে ১০ কোটি বছর আগে মেসোজয়িক পর্বের শেষ পর্যায়ে ক্রিটেসিয়াস যুগে যখন ডাইনোসররা দাপাদাপি করে বেড়াত পৃথিবীতে। অনুবীক্ষণিক সামুদ্রিক শ্যাওলা কক্কোলিথদের ক্যালসিয়াম কারবনেট যুক্ত কোষ প্রাচীর জমে তৈরি হয়েছে এই চক ক্লিফ।

নাতনি : ওমা: এত বিশাল পরিমাণে সামুদ্রিক শ্যাওলা সেই সময় তৈরি হয়েছিলো? আমি ব্যপারটা ভাবতেই পারছি না।

চঞ্চল : আর পরের ছবিটা হল ডলোমাইটস পাহাড়ের। ইতালিয় উত্তর ভাগ থেকে অস্ট্রিয়া অবধি এই সুউচ্চ ডলোমাইট শিলা দেখতে পাওয়া যায়। এটা তৈরি হয়েছে প্রবাল রাজ্যের জীবাশ্ম থেকে। এরাই মূলত অতীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারকে লাগাম দিয়ে রেখেছিলো।

নাতনি : মানে পৃথিবীজুড়ে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখতে ও তাপমাত্রা সঠিক পর্যায়ে রাখতে জলে ও স্থলে উদ্ভিদ সামাজ্য এইভাবে কাজ করেছে?

চঞ্চল : হ্যাঁ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন আগ্নেগিরির বিধ্বংসী কর্মকান্ডের ফলে বাতাসে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিলো তা স্থায়ী হতে পারেনি জলে স্থলে সবুজ উদ্ভিদের অবিশ্বাস্য হারে বংশবৃদ্ধি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করার কারণে।

নাতনি : তার মানে সামুদ্রিক প্রবাল, ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র শৈবাল কক্কোলিথরা বাতাসের কার্বনকে নিজেদের খোলসে ক্যালসিয়াম কার্বনেট রূপে শোষণ করে পৃথিবীর বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডে মাত্রা কমিয়েছে। এ ব্যাপারটা আমার একেবারেই জানা ছিল না।

ছোট নাতনি : দিদি ঠাম্মা আর বসতে চাইছে না।

নাতনি : চল ঠামি আজকে আমরা যাই। তোমাদের এই প্রদর্শনী কতদিন চলবে?

চঞ্চল : এই সপ্তাহটা চলবে।

নাতনি : আমি আর একদিন আসব। ওই দিকটা তো দেখাই হল না। ভাই আমাকে আগেই বলেছিল তোমাদের স্টলের কথা। খুব সুন্দর করেছ তোমরা। এইরকম নিরস বিষয়কে সরস করে উপস্থাপন করা খুব কঠিন কাজ।

চঞ্চল : বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রফেসর আমাদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছবি ও অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন।

নাতনি : আজ চলি। খুব শিগগিরি একদিন আসছি।

প্রিয়া : ওই দ্যাখ HOD আমাদের স্টলের দিকেই আসছেন।

HOD : তোমাদের একটা সুখবর দিই।

সকলে : কি সুখবর স্যার।

HOD : আমাদের প্রিন্সিপ্যাল অন্যান্য প্রতিযোগিতার পুরস্কারের সঙ্গে প্রদর্শনীর জন্যও তিনটি পুরস্কার রেখেছেন। তোমরা বিষয়বস্তু সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করার জন্য পাচ্ছ প্রথম পুরস্কার।

সকলে : আরেব্বাস দুর্দান্ত খবর স্যার।

চঞ্চল : তবে স্যার ইউনিভার্সিটির ওই প্রফেসর আমাদের অমন সুন্দর করে বুঝিয়ে জিনিসপত্র দিয়ে গুছিয়ে না দিলে এরকম ভাবে করাই যেত না।

HOD : তা তো ঠিকই। আমি খবরটা পাওয়ামাত্র ওনাকে জানিয়ে তোমাদের কাছে আসছি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলার ডি.এম. এসে গিয়েছেন। আমি স্টলে থাকছি। তোমরা সকলে যাও পুরস্কার নিতে।

মাইকে ঘোষণা ... এবার প্রথম পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে প্রদর্শনীতে যারা উপস্থাপন করেছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও অতীত যুগ। ... ওদের জন্য একটা হাততালি হয়ে যাক। ...

হাততালির আওয়াজ।

– সমাপ্ত –